প্রারম্ভিক রবীন্দ্রনাথ

সন্দীপন সেন

এ বই প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বাঙালি মাত্রেরই জানার আগ্রহ প্রবল, আকাঙ্ক্ষাও অনিঃশেষ। যেমন, অনেকেই জানতে চান রবীন্দ্রনাথকে 'বিশ্বকবি' উপাধি কে দিয়েছিলেন, কবে দিয়েছিলেন, তাঁকে 'গুরুদেব' বলেও বা কে প্রথম ডেকেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মহর্ষি' বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁকে সে ভূষণে প্রথম ভূষিত করেছিলেন কে, কিংবা রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত লেখাগুলি কী—এ বিষয়েও অনেক বাঙালির আগ্রহ। রবীন্দ্রনাথের প্রথাগত ছাত্রজীবন দীর্ঘ ছিল না, তাঁর কাছে তা সুখেরও ছিল না। তবু, ঠিক কবে তিনি কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পড়েছিলেন বা সে সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব কেমন ছিল, তা জানার আগ্রহও অনেক বাঙালির আছে।

রবীন্দ্রনাথের লেখার স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদ জগৎজয় করেছিল, তিনি নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন—তাঁর লেখার প্রথম ইংরেজি অনুবাদগুলি কী ছিল, বা তিনি কবে নোবেল ও নাইটহুড সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলেন, তা জানার আগ্রহও সাধারণ বাঙালির কম নয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বা শান্তিনিকেতনের প্রথম ছাত্র ও অধ্যাপক কারা ছিলেন, তার উত্তরও অনেকে জানতে চান। রবীন্দ্রনাথের জমিদারির বিবরণ জানার আগ্রহও কিছু কম নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ ব্যাধি কী ছিল, কোন অসুখে তিনি মারা গেছিলেন, তাঁর জীবনের শেষ অপারেশন কী ছিল বা কে সে অপারেশন করেছিলেন—সে প্রশ্নের উত্তরও অনেকে জানতে চান।

এ সব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। এ বই অবশ্য প্রাথমিকভাবে রবীন্দ্র-গবেষকদের জন্যে নয়, বরং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উৎসুক সাধারণ

পাঠকদের জন্যেই নির্মিত হয়েছে এ বই। তবু, রবীন্দ্র গবেষকদের কাছেও হয়তো উপযোগী হয়ে উঠতে পারে এ বই, দু-মলাটের মধ্যে সমস্ত প্রাথমিক তথ্য সন্নিবিষ্ট করে।

এ বইয়ের নির্মাণের জন্যে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয় অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যর কাছে, যিনি প্রথম দিন থেকেই এর জন্যে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয় 'পুনশ্চ' প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার শ্রী সন্দীপ নায়কের প্রতি, যাঁর আগ্রহ ছাড়া এ বই দিনের আলো দেখতে পেত না। রবীন্দ্রানুরাগীদের এ বই ভালো লাগলে আমি ধন্য হবো।

ই-মেল: ssmayuk@rediffmail.com সন্দীপন সেন

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

জন্ম ও পারিবারিক পরিচয়

● জন্ম : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয় সোমবার ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ, ইংরেজি মতে মঙ্গলবার ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে। তাঁর জন্মসময় ভোর ২টো বেজে ৩৮ মিনিট। সেদিনটি ছিল বাঙলা পঞ্জিকামতে ২৫ বৈশাখ, কিন্তু ইংরেজি মতে রাত বারোটা বেজে গেলে যেহেতু তারিখ পালটে যায় তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন ধরা হয় ৭ মে, যদিও ২৫ বৈশাখ তারিখটি ছিল ইংরেজি মতে ৬ মে। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য বরাবরই ইংরেজি মতে নিজের জন্মদিন হিসেবে উল্লেখ করেছেন ৬ মে তারিখটিই। *আত্মপরিচয়* গ্রন্থে তিনি নিজের জন্মতারিখ বলেছেন ৬ মে (রবীন্দ্রনাথ *আত্মপরিচয়* ১৬১ ফ্যাক্সিমিলি), পারস্যদেশে গিয়েও এক লেখায় উল্লেখ করেছেন যে তাঁর জন্মদিন ৬ মে (রবীন্দ্রনাথ *জাপানে-পারস্যে* ৪৭৫)। প্রথমবার ইংলন্ড যাবার সময়েও তিনি তাঁর জন্মতারিখ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন ৬ মে (প্রশান্তকুমার প্রথম খণ্ড ২৮৫)। অবশ্য, বর্তমানে সারা বিশ্বে ইংরেজি মতে তাঁর জন্মদিন ৭ মে বলেই স্বীকৃত, যদিও পৃথিবীর সর্বত্র বাঙালিরা তাঁর জন্মদিন হিসেবে বাঙলা পঞ্জিকার ২৫ বৈশাখ তারিখটিই ব্যবহার করে।

❑ পিতা: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)
❑ মাতা: সারদাসুন্দরী দেবী (১৮২৬-১৮৭৫)
❑ পিতামহ: প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)
❑ পিতামহী: দিগম্বরী দেবী (১৮০৩-১৮৩৯)
❑ মাতামহ: রামনারায়ণ চৌধুরী
❑ মাতামহী: নাম জানা যায় না, শুধু জানা যায় যে শিশুকন্যা সারদাসুন্দরীর বিয়ের পর মেয়ের দুঃখে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে তিনি মারা যান (জ্ঞানদানন্দিনী ৩৪)।

● অগ্রজ দাদারা:
❑ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)
❑ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩)
❑ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৪-১৮৮৪)
❑ বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৫-১৯১৫)
❑ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)

❑ পুণ্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৫১-১৮৫৭)
❑ সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৫৯-১৯২২)

● অনুজ ভাই:
❑ বুধেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৩-১৮৬৪)

● অগ্রজা দিদিরা:

❑ সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭-১৯২০)
❑ সুকুমারী দেবী (১৮৫০-১৮৬৪)
❑ শরৎকুমারী দেবী (১৮৫৪-১৯২০)
❑ স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২)
❑ বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭-১৯৪৮)

● প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

❑ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠাকুরদা। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এঁরই আমলে ধনসম্পদ ও বৈভবের চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা যায়। তিনি ছিলেন আধুনিক বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অন্যতম। ঠাকুর পরিবারে তিনিই সর্বপ্রথম ইউরোপ মহাদেশে যান। ইংলন্ডে গিয়ে তিনি তাঁর ঐশ্বর্য, শিক্ষা এবং আভিজাত্যের ছটায় সকলকে মুগ্ধ করেন। স্বয়ং ইংলন্ডেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে 'প্রিন্স' উপাধিতে ভূষিত করেন।

❑ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা। জীবনের প্রথম পর্বে বিলাস-ব্যসনে আসক্ত হলেও পরবর্তীকালে ইনি ধর্মসাধনা ও আধ্যাত্মিকতায় মনোযোগ দেন। রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব ইনি গ্রহণ করেন ও ব্রাহ্মধর্মের প্রধানতম প্রচারক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এক অভিনন্দন-পত্রে তাঁকে সর্বপ্রথম 'মহর্ষি' বলে সম্বোধন করেন (সুপ্রিয় ১৯)।

❑ সারদাসুন্দরী দেবী: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা। মাত্র ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সে এঁর মৃত্যু হয়। শোনা যায়, হাতের ওপর একটি লোহার সিন্দুকের ডালা পড়ে যাওয়ার পর সেখানে অপারেশন করতে হয়—তারপর ভুল পরামর্শে ক্ষতস্থানে তেঁতুলপোড়া বাটা লাগানোর ফলে সে জায়গাটা পেকে দূষিত হয়ে ওঠে এবং অবশেষে সারদা দেবীর মৃত্যু হয় (প্রফুল্লময়ী ২৯)। অবশ্য, অন্য এক সূত্র থেকে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথের বড়দি সৌদামিনী দেবীর ছোটো মেয়ে ইন্দুমতী তাঁর আঙুল টিপে দেবার সময়ে আঙুল মটকে যায়, আর তারপর আঙুলহাড়া হয়ে পেকে ফুলে উঠে সারদা দেবীর মৃত্যু হয় (অবনীন্দ্রনাথ ৬৫)।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন ছোটোবেলায় মায়ের আদর তিনি পান নি, সে আমলের বড়ো মানুষের বাড়ির রেওয়াজ অনুযায়ী জন্মের পরেই তাঁর মায়ের কোল থেকে চলে গেছিলেন দাসীর কোলে, আর আরও একটু বড়ো হবার পর বাড়ির অন্দরমহল থেকে তাঁর নির্বাসন ঘটেছিল একেবারে বাইরে—চাকরদের মহলে। তাঁর মা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরে জানিয়েছিলেন, 'মাকে আমরা জানি নি, তাঁকে পাই নি কখনো ... ... তাই তো তিনি আমার সাহিত্যে স্থান পেলেন না' (অবনীন্দ্রনাথ ১০)। রবীন্দ্রনাথ এ কথা বললেও *শিশু* ও *শিশু ভোলানাথ* কাব্যগ্রন্থে তিনি মাকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন।

❑ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়দা। ইনি আত্মভোলা ও আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে ও গণিতশাস্ত্রে এঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনের বিশেষ সমর্থক ছিলেন এবং গান্ধিও তাঁকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন। এঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম *স্বপ্ন-প্রয়াণ*। বাঙালিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম গানের স্বরলিপি প্রস্তুত করেন (প্রশান্তকুমার প্রথম খণ্ড ১০৮)। এঁরই পৌত্র ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাঁকে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী বলে অভিহিত করা হয়।

❑ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজদা। ইনি ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম বাঙালি তথা ভারতীয় আই.সি.এস. অফিসার। তবে কর্মক্ষেত্র হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন পশ্চিম ভারত। বর্তমান গুজরাতের আমেদাবাদ শহরে অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট রূপে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর সরকারি বাসভবন ছিল শাহিবাগের প্রাসাদ, প্রথমবার বিলেত যাত্রার আগে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা সময় এই শাহিবাগ প্রাসাদে কাটিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বাঙলাদেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ ছিলেন। এ কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে সত্যেন্দ্রনাথ যখন বিলেতে ছিলেন তখন জ্ঞানদানন্দিনী একাকী তাঁর দুই শিশুপুত্র ও এক শিশুকন্যা সহ গর্ভবতী অবস্থায় জাহাজে সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে বিলেতে গেছিলেন। আধুনিক বাঙালি মহিলাদের শাড়ি পরার রীতি ও ধরন জ্ঞানদানন্দিনীই প্রথম চালু করেন। পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহের পাত্রী হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে পৈতৃক জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে গেছিলেন তখন তিনি ইন্দিরা দেবীকে একাধিক চিঠি লিখেছিলেন, *ছিন্নপত্র* ও *ছিন্নপত্রাবলী* নামে যে চিঠিগুলি বিখ্যাত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের গানের ওপর বিশেষজ্ঞ হিসেবেও ইন্দিরা দেবী পরিচিত।

❑ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর: ইনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সেজদা। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এঁর প্রভূত অনুরাগ ছিল। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির একাধিক মহিলা সদস্য এঁর কাছে বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে বাঙলা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল, যে কারণে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছিলেন। হেমেন্দ্রনাথের পৌত্র ছিলেন সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভো ঠাকুর হিসেবে যিনি অধিক পরিচিত—বিভিন্ন কারণে তিনি ঠাকুরবাড়ির কালাপাহাড় হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

❑ বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর: অল্প বয়স থেকেই ইনি মস্তিষ্কবিকৃতির কারণে উন্মাদরোগে আক্রান্ত হন। বিয়ে দিলে সেরে যাবেন—এই আশায় তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাতে অবশ্য তাঁর কোনও উপকার হয় নি, বরং তাঁর দুর্ভাগিনী স্ত্রী প্রফুল্লময়ীর জীবন দুঃখে ভরে উঠেছিল। এঁর একমাত্র সন্তান বলেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্নেহের পাত্র, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বলেন্দ্রনাথের অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। দুঃখের বিষয়, বলেন্দ্রনাথ অকালে মারা যান।

❑ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর: রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'নতুনদাদা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন বহুগুণান্বিত এক প্রতিভাশালী পুরুষ। ইনি ফরাসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, আরও একাধিক ভাষা জানতেন, ভালো ছবি আঁকতে পারতেন, একাধিক গ্রন্থের প্রণেতাও ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের সার্বজনিক পোশাকের পরিকল্পনা করেছিলেন, জাহাজের ব্যবসাও করেছিলেন, যদিও সে ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়েছিল বিস্তর। নীল চাষ করে তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত *সরোজিনী* নাটকের জন্যে রবীন্দ্রনাথ একটি গান লিখেছিলেন, যে গানটি হলো 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁকে খুব বড়ো রকমের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে যা খুব সহায়ক হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবী নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের অনুপ্রেরণা ছিলেন।

❑ পুণ্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর: ইনি অকালে জলে ডুবে মারা যান।

❑ সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর: অগ্রজ বীরেন্দ্রনাথের মতো ইনিও বিকৃতমস্তিষ্ক ছিলেন। তবে ইনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের অনুরাগী ছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থ এঁরই উৎসাহে প্রকাশিত হয়। ইনি অবিবাহিত ছিলেন।

❑ বুধেন্দ্রনাথ ঠাকুর: রবীন্দ্রনাথের অনুজ এই ভাই ক্ষীণজীবী ও স্বল্পায়ু ছিলেন।

❑ সৌদামিনী দেবী: ইনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কন্যাসন্তান। বেথুন

ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথম যুগের ছাত্রীদের মধ্যে ইনি ছিলেন অন্যতমা। ইনি দেবেন্দ্রনাথের সব ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন এবং দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি বইও লিখেছিলেন, যে বইয়ের নাম *পিতৃস্মৃতি*।

❑ সুকুমারী দেবী: দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা। এঁর বিয়েই ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রথম ব্রাহ্ম-বিবাহ। এই বিয়ে হয় ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ১২ শ্রাবণ, ইংরেজি ১৮৬১ সালের ২৬ জুলাই—রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র আড়াই মাস। এই বিয়ের ফলেই দেবেন্দ্রনাথের হিন্দু জ্ঞাতিরা তাঁর সঙ্গে সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন, যেহেতু তাঁরা এই অপৌত্তলিক বিবাহকে সমর্থন করেন নি।

❑ শরৎকুমারী দেবী: শরৎকুমারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সেজদিদি। যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। যদুনাথ শরৎকুমারীর পূর্বপরিচিত ছিলেন, এবং শোনা যায় বিয়ের পরে যদুনাথকে নাম ধরে 'যদু ও যদু' বলে ডাকাডাকি করে শরৎকুমারী তাঁর মায়ের কাছ থেকে বকাবকি খেয়েছিলেন। যদুনাথের মদের প্রতি কিঞ্চিৎ বেশি আসক্তি ছিল, যে কারণে দেবেন্দ্রনাথ বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অসিতকুমার হালদার ছিলেন শরৎকুমারী ও যদুনাথের দৌহিত্র।

❑ স্বর্ণকুমারী দেবী: ইনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ন'দি। রবীন্দ্রনাথের সব দিদিদের মধ্যে ইনিই সম্ভবত ছিলেন সবচেয়ে বিদুষী এবং প্রতিভাময়ী। কোনও ইস্কুল-কলেজে না পড়েই তিনি প্রকৃত অর্থে স্বশিক্ষিতা ছিলেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল কৃষ্ণনগর অঞ্চলের জমিদার বংশের সন্তান জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে। জানকীনাথ স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন, তাই তিনি দেবেন্দ্রনাথের অন্যান্য জামাইদের মতো ঘরজামাই হতে রাজি হননি। স্বর্ণকুমারী বাঙলাদেশের প্রথম যুগের মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতমা। তবে তাঁর মেয়ে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী সরলাদেবী চৌধুরাণী তাঁর স্মৃতিকথা *জীবনের ঝরাপাতা*-য় জানিয়েছেন যে মা হিসেবে স্বর্ণকুমারী বিশেষ কোনও দায়িত্ব পালন করেন নি, এমনকী সন্তানদের কখনও না কি আদর করে চুমুও খান নি (সরলা ১৭)। স্বর্ণকুমারীর তৃতীয়া কন্যা ঊর্মিলা মাত্র পাঁচ বছর বয়সে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। রবীন্দ্রনাথের নিঃসন্তান বউদি কাদম্বরী দেবী ঊর্মিলাকে নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করতেন—এই মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল।

❑ বর্ণকুমারী দেবী: ইনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছোড়দি এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময়ে তাঁর সমস্ত দাদা-দিদিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র জীবিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর